গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা
www.mopme.gov.bd

নম্বর- ৩৮.০০.০০০০.০০৮.০৩৫.০২৮.২০২১-৩৫৩

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪২৮ / ০৪ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সংক্রান্তে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সংক্রান্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

মাহবুবুর রশীদ
০৪/১১/২০২১

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৭২৫৫
ই-মেইল: mopmesch2@gmail.com

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা।

অনুলিপি:

মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সংক্রান্তে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৬ অক্টোবর ২০২১, মঙ্গলবার।
সময়	:	সকাল ১১:০০ টা।
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তমতে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রেণিকক্ষে পুনরায় পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে সীমিত আকারে পাঠদান কার্যক্রম পুনরায় চালুকরণ এবং ২০২১ শিক্ষাবর্ষের অবশিষ্ট ২/৩ মাসের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ কষ্টসাধ্য বিবেচনাক্রমে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপ সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন। তিনি করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের অনলাইনে পাঠদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আরও জানান যে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে Accelerated Remedial Learning Plan প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে অনুসরণ করা হচ্ছে। অতঃপর তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিগণকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

২। সভায় উপস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেগম ফৌজিয়া জাফরীন বলেন যে, গত বছরের মতই স্ব স্ব বিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীদের পূর্বের ও বর্তমান শিখন অগ্রগতির ভিত্তিতে মূল্যায়নের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের ব্যস্ত না রেখে ডিসেম্বর পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান, শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ করে ডিসেম্বরের শেষে শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত আকারে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এনসিটিবির প্রতিনিধি প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, Accelerated Remedial Learning Plan (ARLP) এর উপর ২৪টি এলাকায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে দেখা যায় যে, শহর এলাকায় ৯০% এবং গ্রামীন এলাকায় ২০-৫০% শিখন ঘাটতি পূরণ হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমান Accelerated Remedial Learning Plan এ ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঠদানের পরিকল্পনা রয়েছে। আইসিটি বিভাগের উপসচিব বেগম সুফিয়া আক্তার রুমী জানান যে, আরো কিছুদিন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলমান রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হচ্ছে তা চলমান রাখা যেতে পারে। কারিগরী ও মাদ্রাসা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান জানান যে, ১৮ মাসের শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঠদান অব্যাহত রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সাইদুর রহমান জানান যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করতে পেরেছে; কিন্তু প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের পক্ষে সব এলাকায় অনলাইনে ক্লাস করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বয়সের কথা বিবেচনায় পরীক্ষা না নিয়ে শ্রেণিকক্ষে

বিনোদনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করা সমীচীন হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) জানান যে, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা যায়, অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা বানান করতে পারে না। ক্লাস ওয়ার্ক, হোম ওয়ার্ক ও ওয়ার্কশিট ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) জানান, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ১৮২ দিন বিদ্যালয় খোলা থাকে। এ পরিস্থিতিতে এত অল্প সময়ে শিখন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে আগামী মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১ম হতে ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ARLP অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। স্ব স্ব বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। ক্লাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ডিসেম্বরের শেষে বিগত শিক্ষাবর্ষের ন্যায় বর্তমান শিক্ষাবর্ষেও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সচিব বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপে সানুগ্রহ নির্দেশনা দিয়েছেন। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে যেভাবে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেভাবে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। ২০২১ শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন করে তাদেরকে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী